দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 FEB 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

05

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ হাসিনার চিঠি প্রেরণকে কেন্দ্র করে সংসদে হৈ চৈ

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার একটি চিঠি প্রেরণকে কেন্দ্র করে গতকাল জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে তীব্র হৈ চৈ, উত্তেজনা সৃস্টি হয়। এক পর্যায়ে উত্তেজনা তীব্র বাদানুবাদ এবং হুমকি-ধমকির পর্যায়ে উপনীত হয়। সরকারী দলের সদস্য জনাব শহীদুল্লাহর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। জনাব শহীদুল্লাহ ও আওয়ামী লীগের জনাব স ম ফিরোজ পরস্পরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। দুই দলের হুইপ ও শান্তিপ্রিয় ক'জন সদস্য দৌড়ে গিয়ে তাদের শান্ত করেন। প্রায় ২০ মিনিট স্থায়ী এই উত্তেজনায় সংসদের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে।

বিএনপি'র জনাব মশিউর রহমান সম্পূরক প্রশ্ন করার সুযোগ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চান যে, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় উন্নয়ন কাজের জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে বিরোধী দলীয় নেত্রী একটি চিঠি দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বলেছেন, এই বরাদ্দ তিনি করিয়েছেন। এটা ঠিক কিনা?

জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সরকারই নিয়ে থাকে। আর সরকার বিএনপি'র। এডিবি, বিশ্ব ব্যাংক কি স্কীম নেবে— তা সরকারই ঠিক করে দিয়েছে। এই বেনিফিট নিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী কোন চিঠি দিলে রাগ করার কোন কারণ নেই। এই পর্বে আওয়ামী লীগের জনাব স ম ফিরোজ ডেপুটি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পয়েন্ট অব অর্ডারে কথা বলার জন্য কয়েক দফা ফ্লোর চেয়ে ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। উত্তেজিত হয়ে বলেন,

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

সংসদে হৈ চৈ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমাকে ফ্লোর দিতে হবে।

কিন্তু ডেপুটি স্পীকার তাকে ফ্লোর না দিয়ে পরবর্তী প্রশ্নকর্তা আওয়ামী লীগের জনাব আবুল কালাম আজাদের নাম ডাকেন। জনাব আজাদ নিজে প্রশ্ন উথাপন না করে জনাব ফিরোজকে কথা বলার সুযোগ দানের আহবান জানান। কিন্তু তাতেও যখন কাজ হয়নি, তখন তিনি বলেন, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার আসলে বিরোধী দলীয় নেত্রীর এই জাতীয় চিঠি প্রদান কি অযৌক্তিক? বিরোধী দলীয় নেত্রী কি এই জাতীয় চিঠি দিতে পারেন না? তাছাড়া তিনি চিঠি দিয়েছেন, যাতে সরকার অনুদানের টাকা কমাতে না পারে সে জন্য।

এই বক্তব্যের জবাব দিতে যখন শিক্ষামন্ত্রী শুরু করেন, তখন বিএনপি'র জনাব শহীদুল্লাহ খান তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কি পাগল-ছাগলের কথার উত্তর দেন?

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের জনাব স ম ফিরোজ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের বেশ ক'জন সদস্য একসঙ্গে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। শুরু হয় হৈ চৈ, চিৎকার। উল্লেখ্য, জনাব শহীদুল্লাহ খান মাইক ছাড়া উল্লেখিত বক্তব্য দিয়েছেন।

পরে এই নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ, হৈ চৈ-এর পর জনাব স ম ফিরোজ ফ্লোর নিয়ে জনাব শহীদুল্লাহর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিরোধী দলীয় উপনেতা ও সরকারী দলের ভারপ্রাপ্ত চীফ হুইপ জনাব মাহবুবুল আলম তারাও বক্তব্য রাখেন।

পরে ডেপুটি স্পীকার বলেন, এই সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে অসংসদীয় বাক্য ও শব্দ এক্সপাঞ্জ করা হবে। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত হয়।